কাজে আসছে না ৭কোটি ২৯ লাখ টাকার সেতু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মধুগাড়ী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি চার বছর পেরিয়েও চালু হয়নি।

সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গাংনী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় এখনো ব্যবহার করতে পারছেন না দুই জেলার হাজারো মানুষ।

এতে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বামন্দী আরএইচডি থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর জিসি ভায়া মধুগাড়ী ঘাট সড়কের মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর ৭৫ মিটার গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৩ সালের মার্চে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স কহিনুর অ্যান্ড কফিল এন্টারপ্রাইজ।

তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর অংশে সংযোগ সড়কের কাজ সম্পন্ন হলেও গাংনীর বেতবাড়ীয়া অংশে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এখনো সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেতুটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংযোগ সড়ক না থাকায় গাংনী ও দৌলতপুর উপজেলার মানুষকে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় ও খরচ বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দুর্ভোগও।

পথচারী মনিরুল ইসলাম বলেন, “ব্রিজ হয়েছে কিন্তু রাস্তা হয়নি। রোগীদের হাসপাতালে নিতে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বাজারে নিতে পারছি না। চাষিদের ফসল আনা-নেওয়ায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে

উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”

মেহেরপুরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে “অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, প্রতিটি জীবনই মূল্যবান” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ মে) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা

অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস” উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিসার কাজী আবুল মনসুরের (রেজি.) সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরা বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল মাহমুদ, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আনিসুর রহমান, মেহেরপুর জেলা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুরসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন বিষয়ে মেহেরপুরে প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরতে মেহেরপুরে সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৩ মে) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে এ প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এসময় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নারীদের পরিবহন সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং খাল খনন কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গুজব প্রতিরোধ, মানবপাচার মোকাবিলা, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরাজনীতি প্রতিরোধ, ডেঙ্গু ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

একই জমিতে কয়েক জাতের ধানে দিশেহারা কৃষক

মেহেরপুরে কৃষকদের প্রণোদনায় পাওয়া ধান বীজে একই জমিতে কয়েক জাতের ধান হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক। একই জমির কোনো গাছের ধান পেকে গেছে, আবার কোনো গাছে শীষ বের হচ্ছে। এছাড়াও কোনো গাছে থোড় পর্যায়।

শীষ শুকিয়ে যাওয়াসহ নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি বিভাগ বলছে, বিএডিসি থেকে প্রদানকৃত বীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, এর দায় বিএডিসির। তবে বিএডিসি বলছে, এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, অভিযোগ পাওয়া গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের বর্গাচাষি আব্দুল আলীম গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রণোদনার ধান বীজ

পেয়েছিলেন। অতিযত্নে বীজতলা তৈরি, চারারোপণ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় পরিচর্যা শেষে আশায় বুক বেঁধে ছিলেন ভালো ফলন পাবেন।

জমি প্রস্তুত, সেচ, সার ও কীটনাশকসহ প্রায় ২০ হাজার টাকা খরচ করেছেন ধান চাষে। অথচ শীষ বের হওয়ার সময় ঘটে বিপত্তি। একই সাথে প্রতিটি গাছে শীষ বের হওয়ার কথা থাকলেও ঘটেছে ব্যতিক্রম। একই জমিতে কোনো গাছের ধান পেকে গেছে, আবার কোনো গাছে শীষ বের হচ্ছে। এছাড়াও কোনো গাছে থোড় পর্যায়। শীষ শুকিয়ে যাওয়াসহ নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

জমির ২০ শতাংশ ধানের শীষ শুকিয়ে গেছে। ২০ শতাংশ শীষ পেকে গেছে। আবার অনেক শীষে পচন ধরেছে। এতে লোকসানে পড়েছেন ওই কৃষক। ধারদেনা করে আবাদ করা বোরো ধান এখন কৃষকের গলার কাঁটা। পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণের শঙ্কায় কৃষক।

শুধু আব্দুল আলীম নয়, এবার অনেক কৃষকেরই কপাল পুড়েছে বোরো আবাদে। তবে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এর দায় নিচ্ছে না কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

ভুক্তভোগী কৃষক আব্দুল আলীম বলেন, জমির ধান দেখে হতাশ হয়েছি। ধারদেনা করে আবাদ করেছি, খরচের অর্ধেক টাকাও উঠবে না। একই কথা জানান কৃষক হামিদুল ইসলাম।

কৃষকদের অভিযোগ, সরকারি ভাবে মৌসুম শেষ হওয়ার অনেক পরে প্রণোদনার বীজ বিতরণ করা হয়, যা কৃষকদের কোনো উপকারে আসে না। কৃষকরা প্রণোদনায় পাওয়া বীজ ফেলে দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে উচ্চমূল্যের বীজ কিনে আবাদ করতে হয়। এভাবে চলতে থাকলে সরকারি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বোরো আবাদ বৃদ্ধিতে মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার ১ হাজার ৬০০ কৃষককে প্রণোদনার আওতায় আনা হয়। সে লক্ষ্যে ব্রি-ধান ৮৮, ব্রি-ধান ৮৯, ব্রি-ধান ৯২ জাতের ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। চলতি মৌসুমে ১৯ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে, যার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৭ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন। প্রণোদনার ভেজাল বীজের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবার।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মতিয়ার রহমান বলেন, এমন

কিছু অভিযোগ আমরা পেয়েছি। সরেজমিনে গিয়ে দেখব এমনটা কেন হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)’র মেহেরপুর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিডি) আশরাফুল আলম মুঠোফোনে প্রতিনিধিকে বলেন, মেহেরপুরের প্রণোদনার বীজ বিএডিসি কৃষি অফিসকে সরবরাহ করে থাকে। আর কৃষি অফিস তা কৃষকদের তালিকাভুক্ত করে বিতরণ করে। তবে ভেজাল বীজের বিষয়ে তিনি বলেন, এখনো অভিযোগ পাইনি, অভিযোগ পেলে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

কৃষকদের দাবি, সরকারি ভাবে ভেজাল বীজ প্রদান করা হলে কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে।

অনলাইন জুয়াড়ি গাড়াডোবের ফয়সালসহ গ্রেফতার-৩

মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে পার্ট টাইম জবের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ঘরে বসেই আয় করুন। শুরুতে ভুক্তোভোগী পেয়েছিলেন অল্প কিছু লাভ। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই লাভের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। ধাপে ধাপে খোয়াতে হয়েছে লাখ টাকা।

আর সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই রাজধানী ঢাকা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভয়ংকর সাইবার প্রতারণা চক্রের সন্ধান পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবির তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ফেসবুকে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো। এরপর টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের গোপন গ্রুপে যুক্ত করে “অনলাইন টাস্ক” সম্পন্নের নামে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হতো।

শুরুতে অল্প লাভ দেখিয়ে আস্থা অর্জন করলেও পরে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত চক্রটি।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, এক নারী ফেসবুকে প্রকাশিত একটি পার্ট-টাইম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। পরে তাকে

প্রতারণা চক্র। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক, টেলিগ্রাম, টিকটক ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে চাকরি, অনলাইন ইনকাম ও বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করত।

এরপর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করত। এ ঘটনায় শনিবার (৯ মে) গ্রেপ্তার তিন আসামির বিরুদ্ধে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলেও আদালত তাদের ১ দিন করে মোট ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে চক্রটির আরও সদস্য, অর্থ লেনদেনের উৎস এবং আত্মসাৎ করা টাকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘অনলাইনে পার্ট-টাইম চাকরি, বিনিয়োগ ও দ্রুত লাভের প্রলোভন দেখিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল।

প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, সিমকার্ড ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পরে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে বামুন্দি পশু হাট

মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে পশু হাট। হাটগুলোতে বিপুল সংখ্যক দেশি গরু উঠতে শুরু করায় ক্রেতা-

হাট-ইজারাদার মো: সোহাগ হোসেন জানান,হাটে আসা ক্রেতা- বিক্রেতাদের জন্য নেয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ।

হাট-ইজারাদার মো বাচ্চু জানান,জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে ৬শ থেকে ৭শ টাকা নেয়া হয়।

জেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে,মেহেরপুর জেলায় এবছর ২৬ হাজার খামারিরা ১ লাখ ৭২ হাজার গবাদি পশু কোরবানি ও বিক্রির জন্য প্রস্তত করেছেন। এর মধ্যে গরু-৭২ হাজার,ছাগল-১ লাখ ১৫ হাজার,ভেড়া ২৬ হাজার ও মহিষ-১ হাজার।

ভারত থেকে গুরু আমদানী না হলে পশু পালনে লাভবান হবে এমন প্রত্যাশা খামারীদের।

মেহেরপুরের রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ড, ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার খাওন ঘর নামের একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনে এসি, ফ্রিজসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

মঙ্গলবার ভোরে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত “খাওন ঘর” নামের রেস্টুরেন্টে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

স্থানীয়রা ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় রেস্টুরেন্টে কেউ উপস্থিত না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে রেস্টুরেন্টের এসি, ফ্রিজ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গাংনীতে লিচুর বাম্পার ফলন, ভালো দামে খুশি চাষি ও বাগান মালিকরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও নিয়মিত পরিচর্যার ফলে গাছভর্তি ঝুলছে রসালো লিচু। ফলনের পাশাপাশি বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি বাগান মালিক ও লিচু চাষিরা।

বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী (আটি) লিচু উঠতে শুরু করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে আসবে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাংনীর লিচুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, এ বছর উপজেলায় ১২৫ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে। আবহাওয়াজনিত কারণে এবার লিচু কিছুটা আগেভাগেই পরিপক্ব হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী বা আটি লিচু পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু বাজারে আসবে। এ বছর লিচুর উৎপাদন ভালো হয়েছে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি আরও জানান, লিচু সারা বছরব্যাপী পরিচর্যার একটি ফসল। তাই বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন। কৃষি অফিস শুরু থেকেই বাগান মালিকদের কারিগরি পরামর্শ দিয়ে আসছে। বিশেষ করে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত লিচু সংগ্রহের আগ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান ছিল।

এদিকে বাগান মালিক শাফিক রানা জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও তারা একাধিক লিচু বাগান ক্রয় করেছেন। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর

ফলন ও দাম উভয়ই ভালো। গত বছর প্রতি কাউন লিচু ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি হলেও এ বছর তা ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকায় পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম হওয়ায় লাভের আশা করছেন তারা।

লিচু চাষি শরিফুল ইসলাম জানান, তার দুটি লিচু বাগান রয়েছে একটি প্রায় ৪ বিঘা এবং অন্যটি প্রায় ২ বিঘা জমিতে। এ বছর একটি বাগান ২ লাখ ২০ হাজার টাকায় এবং অন্যটি ৮৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। গত বছর একই বাগান দুটি মাত্র ১ লাখ ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। তিনি বলেন, এ বছর ফলন ভালো হয়েছে এবং বাজারেও ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে আমরা সন্তুষ্ট।

লিচু ব্যবসায়ী হৃদয় খান জানান, এ বছর মেহেরপুরের লিচু বরিশাল, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় চাহিদাও বেশি। ফলে ব্যবসায়ীরা ভালো বেচাকেনার আশা করছেন।

লিচুর মৌসুম ঘিরে গাংনীর বিভিন্ন বাজার ও সড়কের পাশে জমে উঠেছে বেচাকেনা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে পাইকারি ও খুচরা বিক্রি। ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা সরগরম হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে আত্মগোপনে থাকা ক্যাসিনো এজেন্ট গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনো ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে মাসুদ রানা নামের আরও এক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার দুপুর ২টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোরশেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে কোমরপুর বাজারের ‘রোজ ফ্যাশন’ ঘেরাও করে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

এ সময় সেখান থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

তবে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে গণমাধ্যমকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। তিনি কোমরপুর বাজারের ‘রোজ ফ্যাশন’ নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অনলাইন জুয়া পরিচালনা ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের অভিযোগে মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ২০(২)/২৪(২)/২৭(২) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় প্রথমে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করা হলেও পরে তদন্তে আরও কয়েকজনের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। ওই মামলার ১১ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি মাসুদ রানা গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তবে গোপনে মাঝে মাঝে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসতেন বলে তথ্য পায় ডিবি পুলিশ।

এর আগে একই মামলায় অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট মুকুল ইসলামকে (৩৩) গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে আদালতে দেওয়া তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে আরও ১৫ জনকে মামলার এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও একজন জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ আসামি এখনও পলাতক রয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোরশেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দকৃত মোবাইল ফোনের ফরেনসিক রিপোর্টে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনা বা জুয়া সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন মামলা করা হবে।’

তিনি আরও জানান, আজ মঙ্গলবার (১২ মে) আসামিকে আদালতের পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

কোরবানির জন্য মেহেরপুরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ‘কালু’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘কালু’ নামের বিশাল আকৃতির একটি ষাঁড়। প্রায় ১ হাজার ৪০০ কেজি ওজনের গরুটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ।

গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী জহুরুল ইসলামের বাড়িতে থাকা পাকিস্তানি শাহিওয়াল জাতের এ ষাঁড়টি দেখতে আশপাশের জেলা থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন।

তবে পরিবারের দাবি, ষাঁড়টিকে সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেছেন জহুরুল ইসলামের স্ত্রী হোসনেয়ারা খাতুন। কালো ও হালকা লাল রঙের মিশেলে গড়া শক্তপোক্ত গঠনের গরুটি সহজেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।

হোসনেয়ারা খাতুন জানান, আড়াই বছর ধরে পরিবারের সদস্যের মতো করেই ‘কালু’কে বড় করা হয়েছে। কোনো ধরনের ইনজেকশন বা কৃত্রিম পদ্ধতি ছাড়াই ঘাস, তুষ, চালের গুঁড়া, খৈল ও গুড় খাইয়ে লালন-পালন করা হয়েছে। বর্তমানে গরুটির পেছনে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা খরচ হয়।

তিনি আরও জানান, গরুটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৭ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট। অনেক ক্রেতা এসে গরুটি দেখে গেলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত দাম না পেলে কালুকে ঢাকার পশুর হাটে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবেশী আতিয়ার রহমান বলেন, “হোসনেয়ারা খুব পরিশ্রমী নারী। তার স্বামী বিদেশে থাকলেও বাড়িতে বর্তমানে ১১টি গরু রয়েছে, যা তিনি নিজেই লালন-পালন করেন। তবে সবগুলোর মধ্যে কালু সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়।”

জহুরুল ইসলামের ভাই শাহাজান আলী বলেন, “আমরা মালয়েশিয়া থেকে ঈদ করতে বাড়িতে এসেছি। বড় ভাবি আড়াই বছর ধরে কালুকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করেছেন। তিনি নিজ হাতে খাওয়ানো, গোসল করানো এমনকি গরমে হাতপাখা দিয়ে বাতাসও করেন। এই ভালোবাসার মূল্য টাকা দিয়ে

বিচার করা যাবে না।”

আরেক প্রতিবেশী হাফিজ আলী বলেন, “আমাদের এলাকায় কালুর মতো এত বড় ষাঁড় আর নেই। স্থানীয়ভাবে বড় গরুর চাহিদা কম হওয়ায় ভালো দাম পাওয়া নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। এজন্য কালুকে ঢাকার হাটে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।”

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যমতে, মেহেরপুর জেলায় ছোট-বড় প্রায় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর কোরবানির জন্য জেলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু।

এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ ৪ হাজার ৮৪৪টি, গাভি ৮ হাজার ৫০৯টি, মহিষ ৪৮২টি, ছাগল ১ লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া ২ হাজার ৭২০টি।

জেলায় কোরবানির পশুর চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি। সে হিসেবে প্রায় ৮২ হাজার ৩৩৫টি পশু উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রাণিসম্পদ বিভাগ।